দেশীয় প্রযুক্তিগত জ্ঞানের প্রয়োগে ছাগল ও মুরগীর রোগ-প্রতিরোধ

ডঃ সৌরভ চন্দ্র

পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়

ভারতবর্ষ 'ঋষি' ও 'কৃষি'র দেশ

ভারতে বিভিন্ন দেশীয় প্রথায় স্বাস্থ্য-রক্ষা বিধি ঐতিহাসিক কাল থেকে চলে আসছে। প্রাণী পালনে এইসকল দেশীয় প্রথাগুলি অঞ্চল-ভিত্তিতে বংশ পরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত।

প্রাণী পালনে দেশীয় প্রথার জ্ঞান দুই ভাগে বিভক্ত -

(১) দেশীয় প্রযুক্তি / চিরাচরিত পদ্ধতি / স্থানীয় জ্ঞান - দীর্ঘকালীন ও বহু মানুষের প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি / জ্ঞান / বুদ্ধি / শিক্ষা / বিশ্বাস

(২) চিরায়ত প্রাণী চিকিৎসা ঔষধি - মানুষের প্রচলিত প্রাণী রোগের নিরাময় বা প্রতি রোধক মূলতঃ ভেষজ দ্রব্যাদি

দেশীয় প্রযুক্তিগত জ্ঞানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা -

- বেশীরভাগ অত্যাধুনিক উৎপাদন বর্দ্ধক দ্রব্য, বিভিন্ন ওষুধ, নানাবিধ প্রসাধনী ইত্যাদি দেশীয় ভেষজ গুণ-সম্পন্ন গাছ-গাছড়া থেকেই তৈরী হয় । এছাড়া চাষ-বাসের ক্ষেত্রে, প্রাণী ও পাখি পালনে দেশীয় জ্ঞানের / প্রযুক্তির ব্যবহার হয় ।

- প্রাকৃতিক সম্পদের রক্ষণা-বেক্ষণ ও সেই সম্পদের দীর্ঘকালীন সদব্যবহারের লক্ষ্যে আঞ্চলিক জ্ঞানের প্রয়োগে জৈব-বৈচিত্র্যের প্রসার হয় ।

- মানব সভ্যতার গতি ও চিরকালীন উন্নয়ন বজায় রাখতে এলাকাগত ভাবে জৈব-জিনকুলের সংরক্ষণ, বৃদ্ধি সম্ভব ।

- আঞ্চলিক মানুষের দেশীয় জ্ঞান ও দক্ষতা প্রচারিত ও প্রসারিত হয়ে সারা বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার মানুষের কাজে লাগে ।

- অর্থ খরচ খুব অল্প হয় ।

- এগুলি ব্যবহারে বা চিকিৎসায় পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া থাকে না বললেই চলে । অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার কম করা যায় ।

- নিজের বসবাসের এলাকার আশে-পাশে সহজ লভ্য দ্রব্যাদি বা জ্ঞানের প্রয়োগ হয় ।

ছাগলের রোগ-প্রতিরোধ ও চিকিৎসায় দেশীয় প্রযুক্তি প্রয়োগের উদাহরণঃ

উদরাময় বা পাতলা পায়খানায়ঃ

ছাল/বাকল - কেন্দু, জাম, বন তুলসী
ফল - আমলকি, কাঁচা আম, বকুল, ধুতরা, হরিতকি,
ফল ও বীজ - এলাচ, মেথি, আদা, হিং, লবঙ্গ, মৌরি
গাছের রস - বহেড়া (পাতা), কুর্চি (ফুল), কলা (ফল), বাঁশ (পাতা), বকুল (ছাল), আনারস (পাতা), আখ (শিকড়)
পাতা - রক্ত কম্বল
গুঁড়া - বেল, হলুদ, অরজুন, জোয়ান,

জ্বর বা ব্যাথায়ঃ

ডাল ও পাতা - কালমেঘ,
শিকড় - আয়াপানা, কুকসিমা, বন তুলসী, বন লবঙ্গ, অপাঙ্গ,
ফল ও বীজ - কালো জিরা, কালো গোল মরিচ, আদা, জোয়ান, নিম, রসুন

হাড় ভাঙলেঃ

ডাল ও পাতা - হাড় জোরা, হার কঙ্কন, ক্যাকটাস, মেহেন্দি,
ছাল /বাকল - কুসুম, আরজুন, আম,
মশলা - হলুদের গুটি,

কোষ্ঠ-কাঠিন্য / আমাশায়ঃ

পাতা - কদমের সঙ্গে ঝোলাগুড়,
ছাল / বাকল - আম,
বীজ বা বীজের তেল - ভেন্ডী, জিয়ান,
গাছের রস - কালমেঘ, আমলকি, হরিতকি, বহেড়া, কালোজিরা,
এছাড়াও দেশী ঘি, হিং, গমের খোসা, গুড়, ইশবগুল

শ্বাস কষ্টেঃ

ফল / বীজ - রসুন, সরিষা (তেল), পেঁয়াজ, কালো জিরা,
পাতা - তুলসী, বাসক, কদম, তেজ পাতা (রস), কালমেঘ (রস),
মশলা - হলুদ, জোয়ান, জাইফল, আদা, মেথি,

পেট ফোলা / গ্যাসেঃ

মশলা - শুকনো আদা, ওক (ফুল), তামাক পোড়া, হলুদ, রসুন, জোয়ান, হিং, পেঁয়াজ
ফল/বীজ - ভুট্টা, গমের ময়দা, বাদাম,
ডাল-পালা ও ছাল - কদম,
এছাড়াও ঘি, ঝোলাগুড়, কালো লবণ

পেটের কৃমিতেঃ

ডাল ও ছাল - ডালিম, অশোক
বীজ - পলাশ, কুর্চি, পেঁপে, সরিষা,
পাতা - কালমেঘ (রস), নিম,
মশলা - শুকনো আদা,

গায়ের পোকা/উকুনেঃ

তেল - করঞ্জা, নিম
পাতা - নিম, আতা,
রস - খেজুর,
বীজ - পেঁপে, পলাশ
মশলা - আদা, কালো গোল মরিচ, সরিষা

এঁষো / খুরাইতেঃ

❑ পায়ের ঘা চুন জলে বা নিম ধুয়ে, করঞ্জা তেল / ফিনাইল/ আয়োডিন / গুরাখু লাগাতে হবে ।

❑ প্রাণীকে কেনাল বা নদীর জলে বা কাদায় হাঁটাতে হবে অথবা গরম বালিতে দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে; এরপর নিম বীজের ফলের গুড়ো ও নিম তেল বা করঞ্জা তেল গায়ে ছড়িয়ে দিতে হবে ।

গায়ের ক্ষত বা ঘায়েঃ

হলুদ, বন পেঁয়াজ, বন করলা, সেগুনের ছাল, করঞ্জা তেল, অনন্ত মূলের ডাল ও পাতা, নাড়কেল তেল, জামের ছাল, গাঁদা ফুলের রস, কুচিলার শিকড়, সরষের তেল ইত্যাদি আলাদা করে বা বিভিন্ন পরিমানে মিশিয়ে লাগান যায় ।

মুখের ঘায়েঃ

অরহড়ের পাতা, ফিটকিরি, বেগুনের রস, তেঁতুলের পাতা, ঝোলা গুড়, বাবুল ছালের রস, তুলসী পাতার রস, কাঁচা হলুদ, কালো গোল মরিচ, মধু লাগানো যেতে পারে।

pjdjlZij-h, RjN-ml J Mjj-ll ¢eu¢ja f¢l×Lil-f¢lpRæaj Hhw -ljN-fË¢a-ljdL hÉhÙÛj ch¢d -j-e Qm-m RjN-ml A¢dLjwn -ljN-hÉ¢d -b-L j¤¢š² fjJuj pñh z

ছাগলের রোগ-প্রতিরোধ ও চিকিৎসায় দেশীয় প্রযুক্তি প্রয়োগের উদাহরণঃ

মুরগীর প্রাকৃতিক অ্যান্টিবায়োটিকঃ পুদিনা, দারুচিনি গুঁড়ো করে বা জলে ভিজিয়ে খাওয়াতে হয়, নিমের গুঁড়ো ৫৫০ গ্রাম থেকে ১ কেজি প্রতি টন খাবারে দিলে ইমিউনিটি বাড়ে, অশ্বগন্ধার রস, আমলকি (গরম কালে),

কোকসিডিওসিস রোগেঃ রক্তমন্দা গুড়ো করে পানীয় জলে মিশিয়ে দিতে হয়, সুন, অ্যালোভেড়া, ঝৃষি গাছের রস, পারিজাত বা পালং শাক জলে মিশিয়ে,

পরজীবি রোগেঃ আলিপাম সিপা (পেঁয়াজের মত) জলে ভিজিয়ে ফারমেন্ট করে ঘরে ও দৌড়াবার জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হয়,

গায়ে পোকা নিবারণঃ কারি পাতা বা তামাক পাতা শুকিয়ে গুঁড়ো করে পালকের ফাঁকে ছড়িয়ে দিতে হয়. গাদা বা লিটারে নিমের স্প্রে করলে মাছি তাড়ানো যায়, -জায়ারের গুঁড়ো ,

ফাউল পক্সেঃ হলুদ ও নিমের মলম গায়ে লাগাতে হবে,

পাতলা পায়খানা, ক্লসট্রিডিয়াম রোগেঃ হলুদ, গোল মরিচ, থাইম তেল ব্যবহার করা যায়,

চুনহাগা রোগেঃ সোমরাজের (সুইট ওয়ার্ম উড) রস, অ্যালোভেড়ার রস, ক্যাপসিকাম ছাই ও জলে মিশিয়ে,

শ্বাসকষ্টেঃ বাসক পাতার রস, তুলসি, জোয়ানের আরক, বুনো বেরির রস, ক্যাপসিকাম, অ্যালোভেড়ার রস,
পায়ের ফোলা (গাউট), পায়ের ঘায়েঃ পান পাতার রস, কলা গাছের কান্ড, ছোট পেঁয়াজ, হলুদের গুঁড়ো (খাবারে মিশিয়ে) দিতে হয়,
সলমোনেল্লোসিস রোগেঃ ক্যাপসিকাম ছাই ও জলে মিশিয়ে বা কাত করে,
কৃমি রোগেঃ তামাক বা রক্তমন্দা, গাঁজা বা তেঁতো চা পাতা

L-uL¢V p¡d¡lZ -cn£u f¢lQÑk¡ hÉhÙÛ¡ j¤lN£ Mj¡l-l -j-e Qm¡ Sl¦l£, -kje - M¡h¡l J S-ml f¡œ j¡-T-j¡-T hcm¡-e¡, V£L¡LlZ, a¡--cJu¡ j¤lN£ l¡M¡, Ap¤¤ÙÛ j¤lN£ -L p¤¤ÙÛ-cl -b-L Bm¡c¡ L-l l¡M¡, i¨--¡ -T¡m¡...s M¡Ju¡-e¡ CaÉ¡¢c z HR¡s¡ j¤lN£l J Mj¡-ll ¢eu¢ja f¢l×L¡l-f¢lµRæa¡ Hhw -l¡N-fË¢a-l¡dL hÉhÙÛ¡ ¢h¢d -j-e Qm-m j¤lN£l A¢dL¡wn -l¡N-hÉ¢d -b-L j¤¢š² f¡Ju¡ pñh z

অনন্ত মূল

অপাঙ্গ

আয়পানা

হাড়জোড়া

করঞ্জা

কুচিলা বীজ

Kuchila as Medicine

কুকসিমা

কুরচি

মেহেন্দী

ওক

পুদিনা

পুদিনা

পারিজাত (অ্যামারেন্থাস)

রক্তমন্দা

সোমরাজের (সুইট ওয়ার্ম উড)

ঋষি